দৈনিক
ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ২ 03 OCT 2016 কলাম ২

উখিয়ায় শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ২৫ ছাত্র-ছাত্রী রক্তাক্ত জখম

■ উখিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

উখিয়ার রত্নাপালং ইউনিয়নের রুহুল্লার ডেবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পৈশাচিকতায় ২৫ জন কোমলমতি ছাত্রছাত্রী রক্তাক্ত জখম হয়েছে। আহত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করে উক্ত শিক্ষকের শাস্তিমূলক বদলির দাবি জানিয়েছেন। এ ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, ডেবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জ্যোতি বড়ুয়ার বিরুদ্ধে ইতোপূর্বেও বিভিন্ন কারণে অকারণে বা অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। শনিবার বিকালে প্রধান শিক্ষিকা অর্তকিত পঞ্চম শ্রেণিতে ঢুকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করতে থাকেন।

এ সময় ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বেত দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের আর্তচিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে তিনি শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করেন। এসময় প্রধান শিক্ষিকার নির্মম বেত্রঘাতে সাদিয়া, পারভিন, সাবেকুন নাহার, মাহিয়া জিয়াবুল হক, কোহিনুর, কামরু, তৈয়বা, আবু তাহের, রোজিনা, রিফাত, রুবেল, রাশেদ, মাইমুন, সাকিল, জিয়াউর রহমান, রিজিয়া, মিজান, সাকিলা, মোমেনা, সাফিয়া, নেজাম, মমতাজ মিয়া, জাকিয়া, আব্দুল জব্বর ও ইমতিয়াজ জাহান আহত হয়।

আহত ছাত্রী মাইমুনা আকতারের পিতা আবুল কাশেম জানান, উক্ত শিক্ষিকা ইতোপূর্বেও তার মেয়েকে বেশ কয়েকবার পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছেন। আরেক আহত ছাত্রী মাহিয়া হকের পিতা মুজিবুল হক ভুট্টো জানান, উক্ত প্রধান শিক্ষিকা এক হাতে পায়ের সেন্ডেল আরেক হাতে বেত নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে আহত করেন। এ ব্যাপারে জ্যোতি বড়ুয়ার সাথে মুঠোফোনে কথা হলে পাঠদানে ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পেটানোর কথা স্বীকার করলেও রক্তাক্ত জখমের কথা অস্বীকার করেন।